গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
ডিএসএল শাখা

নং- অম/অবি/ ডিএসএল-২/ ৬৫/ ০৭/ ৭১৮ তারিখঃ ১১/০৫/২০০৯ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সরকারি পাওনা ডিএসএল আদায় সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকার ডিএসএল আদায় ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

(ক) ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিএসএল বাবদ প্রদেয় অর্থ (সুদাসল) তাদের নিজস্ব আয় থেকে ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ঋণ চুক্তিতে বর্ণিত পরিশোধসূচি অনুসারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবে।

(খ) ডিএসএল পরিশোধের খাতসমূহ হ'ল- স্থানীয় ঋণের সুদ-১৬১১, বৈদেশিক ঋণের সুদ-১৬২১,স্থানীয় ঋণের আসল-৩৮০১ এবং বৈদেশিক ঋণের আসল-৩৮২১।

(গ) সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পূরক ঋণ চুক্তি/ ঋণ চুক্তির পরিশোধসূচি অনুসারে যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ডিএসএল পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের বকেয়া ডিএসএল পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদ ও আসলের অনুপাত হবে ৬০:৪০।

(ঘ) চালানযোগে পরিশোধের পর পরই ক্রেডিট লাইনভিত্তিক নির্দিষ্ট খাতে পরিশোধের বিবরণীসহ ট্রেজারী চালানের কপি সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার এর মাধ্যমে যাচাইপূর্বক অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের চলতি প্রকল্পে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির ঋণের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত সরকারী আদেশের অনুলিপি ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ করবে। সংস্থাসমূহ ক্রেডিট লাইনভিত্তিক পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধ করছে এরূপ নিশ্চিত হয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অর্থ ছাড় করবে। সরকারী আদেশে ঋণ / ডিএসএল হিসাবে অর্থ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

(চ) পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধ ব্যতীত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ চলতি প্রকল্পসমূহের কোন কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে না। ডিএসএল পরিশোধ ব্যতিরেকে অর্থ অবমুক্ত করতে হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সম্মতি প্রদানের পূর্বে এবং (চ) অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে ডিএসএল আদায় সম্পর্কিত তথ্যাদি/ মতামত ডিএসএল অধিশাখা হতে সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

(জ) উপরের (ক) ও (চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হবার পরই প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অর্থ ছাড় করবে। কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তা অতিসত্ত্বর অর্থ বিভাগ এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের একটি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

(ঝ) বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ডেভেলপম্যান্ট ক্রেডিট এগ্রিম্যান্ট (ডিসিএ) স্বাক্ষরের পরপরই সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক অর্থ বিভাগের সাথে দ্রুত সম্পূরক ঋণ চুক্তি বা সাবসিডিয়ারী লোন এগ্রিম্যান্ট (এসএলএ) সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সম্পূরক ঋণ চুক্তিতে আবশ্যিকভাবে যে সমস্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত থাকা অত্যাবশ্যক ডিএসএল নির্দেশিকায় বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পুরক ঋণ চুক্তির কপি প্রেরণের সময় ডিসিএ -এর একটি কপি সাথে সংযুক্ত করতে হবে ।

(ঞ) স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি সম্পাদনের পরই কেবল অর্থ ছাড় করা যাবে। কোন কারণে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্ষেত্রে অবিলম্বে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ ছাড়ের সকল সরকারী আদেশের কপি আবশ্যিকভাবে ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।

(ট) ডিএসএল অধিশাখার মতামত গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট বাজেট অনুবিভাগ হতে সকল প্রকারের ঋণ চুক্তি প্রক্রিয়াকরণ ও স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল ঋণ চুক্তি/ আদেশের তিনটি কপি করতে হবে। যার একটি ডিএসএল অধিশাখায় অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। অপর দু'টি কপির মধ্যে একটি Central Debt Database এ যাবে এবং অন্যটি সংশ্লিষ্ট বাজেট অনুবিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঠ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় লগ্নী ও পূন:লগ্নীর শর্তাবলী বিষয়ক ইত:পূর্বে জারীকৃত ১৭/০৩/২০০৪ তারিখের অম/ অবি উ:-১/ বিবিধ-১৩/ ০৪/ ৩৬৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে এর সংযোজন/ সংশোধন অনুসারে স্থানীয়/ বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের শর্তাদি যেমন– সুদের হার, গ্রেস পিরিয়ড, রিপেমেন্ট পিরিয়ড, লোন পিরিয়ড ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে।

(ড) ডিএসএল পরিশোধসূচি পুন:তফসীলীকরণ, মূলধনে রূপান্তর, মওকুফ, বকেয়ার সাথে সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রস্তাব এলে স্ব-শাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে মনিটরিং সেল, ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং অনুবিভাগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাজেট অনুবিভাগ, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ তথা ডিএসএল অধিশাখার মতামত গ্রহণ পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ডিএসএল অধিশাখাকে অবহিত রাখতে হবে।

(ঢ) পরিশোধসূচি পুন:তফসীলীকরণ, মূলধনে রূপান্তর, মওকুফ, বকেয়ার সাথে সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবে নিম্নলিখিত তথ্যাদি এবং কাগজপত্র থাকতে হবে ঃ

১. কোন কোন ক্রেডিট লাইনের পরিশোধসূচি পুন:তফসীলীকরণ, মূলধনে রূপান্তর, মওকুফ বা বকেয়ার সাথে সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হচ্ছে তা উল্লেখপূর্বক সেগুলোর ফ্যাক্ট সীট; অর্থাৎ নাম, কোডনং, মোট ঋণের পরিমাণ, ঋণের মূল কারেন্সি, ঋণ নেয়ার প্রথম কিস্তির তারিখ, লোন পিরিয়ড, গ্রেস পিরিয়ড, সুদের হার, মোড অব রিপেমেন্ট ইত্যাদি।
২. সংস্থার মোট ক্রেডিট লাইনের সংখ্যা, ঋণের পরিমাণ এবং বর্তমানে ওভারডিউ এবং নটডিউ ঋণের মোট পরিমাণ।
৩. পুন:তফসিলের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পূর্বের তফসিল এবং বর্তমানে প্রস্তাবিত তফসিল।
৪. মূলধনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন, সরকারের বিদ্যমান মূলধনের পরিমাণ ও শতাংশ, প্রস্তাবিত মূলধনে রূপান্তরের পরিমাণ ও শতাংশ।
৫. মূলধনে রূপান্তর, মওকুফ এবং বকেয়ার সাথে সমন্বয়ের প্রস্তাবে ক্রেডিট লাইন অনুসারে আসল ও সুদের পরিমাণ।
৬. যে প্রকল্পের জন্য ঋণ নেয়া হয়েছে তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার কারণ।
৭. এ পর্যন্ত ডিএসএল পরিশোধের বৎসর ভিত্তিক বিবরণী।
৮. পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার প্রকৃত কারণ।
৯. সংস্থার বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র।
১০. সংস্থা অবচয় খাতে কোন অর্থ সংরক্ষণ করলে তার পুঞ্জিভূত অর্থের পরিমাণ।
১১. পরিশোধসূচি পুণ:তফসীলীকরণ, মূলধনে রূপান্তর, মওকুফ বা বকেয়ার সাথে সমন্বয়ের প্রস্তাবের যৌক্তিক কারণ।

(ণ) অনুচ্ছেদ 'ঢ' তে বর্ণিত প্রস্তাব অনুমোদিত হলে কোন কোন ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে কত টাকা আসল ও সুদ মওকুফ, মূলধনে রূপান্তর বা বকেয়ার সাথে সমন্বয় করা হবে এবং কার্যকর হওয়ার তারিখ উল্লেখ পূর্বক পরিশোধসূচি পুণ:তফসীলীকরণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পুণ:তফসিলসহ আদেশের কপি আবশ্যিকভাবে ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।

(ত) সংস্থাসমূহকে প্রতি অর্থ বছর তার নিরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বিবরণী (Audited Financial Statement or Audited Income and Expenditure Statement) ডিএসএল অধিশাখা বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের ডিএসএল হিসাব এ সাথে সংযুক্ত করা হ'ল।

(শুভাশীষ বসু)
যুগ্ম-সচিব
ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩। সচিব, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।
৪। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।
৫। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৭। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৮। সংশ্লিষ্ট সকল চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্বায়ত্ত্বশাসিত/ আধা- স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা।
৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১০। মহা পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, ঢাকা।
১১। মহা পরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, ঢাকা।
১২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ)।
১৩। অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।